শ্রী এম জি পিকচার্সের

নিবেদন

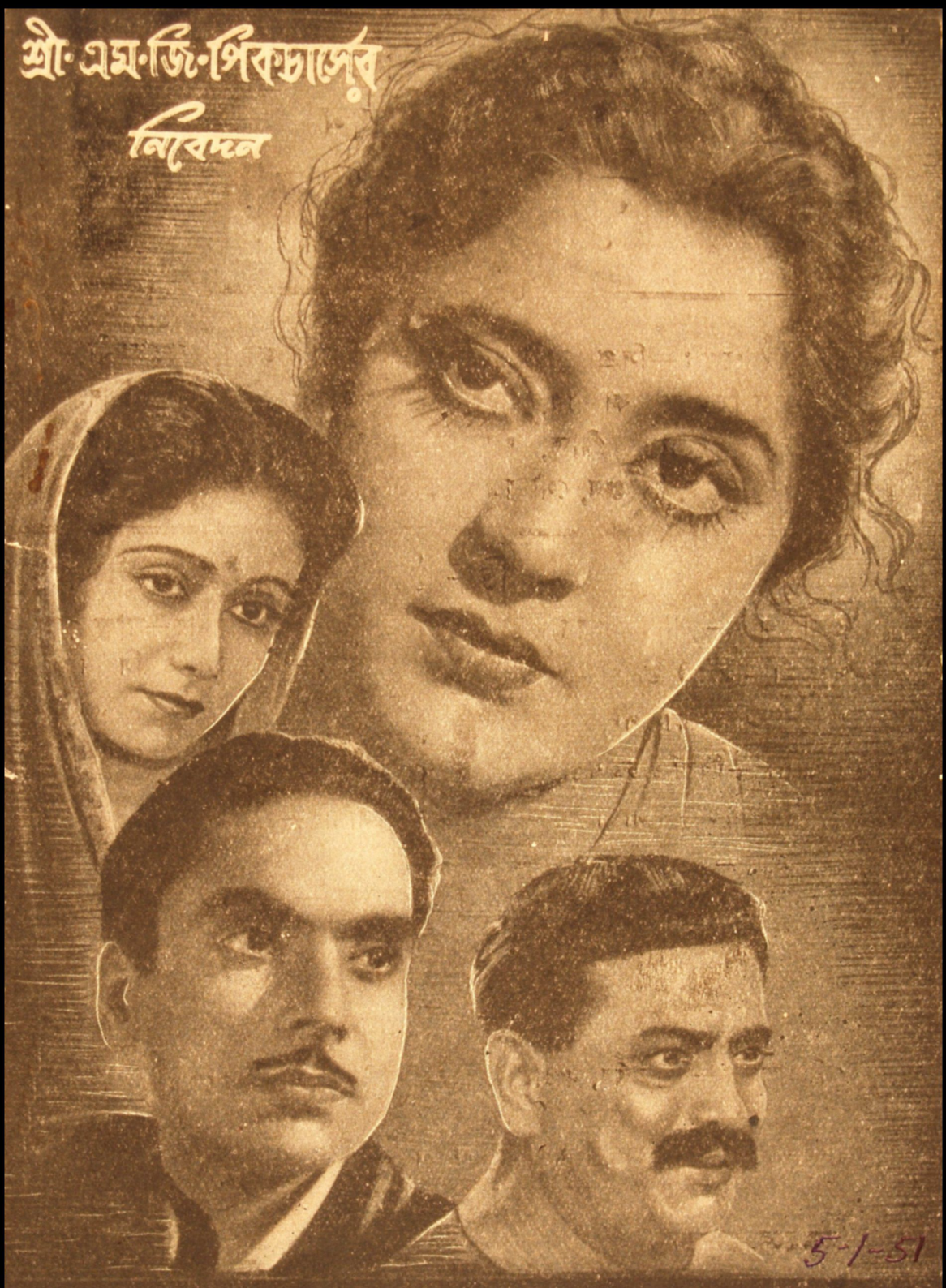

5-1-51

কুলহারা

শ্রী এম, জি, পিকচার্সের

প্রথম নিবেদন

কুলহারা

চরিত্র-চিত্রনে

শ্রেষ্ঠাংশে :—সিপ্রা দেবী, বিকাশ, নিলীমা, জহর, পদ্মাদেবী, কমল মিত্র, রেণুকা রায়, জীবেন, বিভু, হাসি, মীরা, ফণীভূষণ, নৃপতি, কুমার, প্রীতি, জয়নারায়ণ, ধীরাজ, ননী মজুমদার, নন্দ, বিজয়, নিরঞ্জন, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি

চিত্র-গঠনে

প্রযোজনায়—**গোকুল সেন**

কাহিনী—নিতাই ভট্টাচার্য্য

সুরযোজনায়—কালীপদ সেন

চিত্রশিল্পে—বিভূতি চক্রবর্ত্তী

নৃত্য-নির্দ্দেশক—পিনাকী

রূপসজ্জায়—অভয়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনায়—**মানু সেন**

গীতরচনায়—প্রণব রায় ও গিরীন চক্রবর্ত্তী

শব্দানুলেখনে—মান্না লাড়িয়া

শিল্পনির্দ্দেশে—সুনীল সরকার

রসায়নাগার—বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারী লিঃ

সম্পাদনায়—কালী রাহা

ব্যবস্থাপনায়—কৈলাস বাগ্‌চী

সহকারিতায়

পরিচালনায়—বিনু বর্দ্ধন, নারায়ণ ঘোষ ও সলিল সেন

চিত্রশিল্পে—নিমাই রায়, নির্মল মুখার্জ্জি ও তপেন বাগ্‌চী

শব্দানুলেখনে—রমাপদ পুরকায়স্থ ও কৃষ্ণ প্রধান

শিল্পনির্দ্দেশ—প্রীতি ঘোষ

সম্পাদনায়—নীরেন চক্রবর্ত্তী

স্থিরচিত্রগ্রহণে—ষ্টিল্ ফটো সার্ভিস

সুরযোজনায়—শৈলেশ রায়

যন্ত্রসঙ্গীতে—সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

চিত্রনাট্য—নীতিশ রায়

একমাত্র পরিবেশক : কল্পনা মুভিস লিঃ

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত

কাহিনী

ঘুমতি নদীর তীরে, গ্রামখানির নাম কেশবপুর। এই গ্রামেরই বামাপদ যেদিন মাত্র কয়েক ভরি সোনা আর পনের টাকার হিসাবের গরমিল হওয়ায় বিয়ের সভা থেকে উঠে যায়, সেদিন দরিদ্র শিক্ষকের মেয়ে সুলতার মর্য্যাদা রক্ষা করে, নারাণ মুখুজ্যে, নিজেই সুলতাকে বিয়ে করে। নারাণ কেশবপুর জমিদারীর নায়েব।

কিন্তু সুলতার অদৃষ্টে সুখ স্থায়ী হ'ল না। অকাল মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেল নারাণকে। অসহায় সুলতা শিশুকন্যা গৌরীকে বুকে ক'রে স্বামীর ভিটে আঁকড়িয়েই প'ড়ে রইল। বামাপদই এখন কেশবপুরের নায়েব। যে সুলতাকে বামাপদ সহজেই পেতে পারতো, পায় নি, সেই সুলতাকে পাবার জন্যে সে উন্মুখ হলো। বামাপদর এই উন্মুখ-হৃদয়কে সুলতা কিন্তু ঘৃণার চক্ষেও স্থান দিল না। রুদ্ধ আক্রোশে বামাপদর নায়েবী-মন গর্জ্জে উঠলো। তারপর আসন্ন দুর্য্যোগের রাতে কয়েকজন পশুপ্রকৃতির লোক সুলতা ও তার মেয়েকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেল, বামাপদর নৌকায়। কিন্তু সুলতা রক্ষা পেল। সর্ব্বনাশের মুখ থেকে সে নিষ্কৃতি পেল।

নবদ্বীপের বৃদ্ধ কবিরাজ জগদীশ সার্ব্বভৌম গ্রামান্তর থেকে ফিরছিলেন রোগীদর্শন ক'রে। পথিপার্শ্বে মুর্চ্ছিতা সুলতা ও তার মেয়েকে তিনি দেখতে পেয়ে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তারপর গৃহহীনা, নির্ভরহারা সুলতার সঙ্গে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর প্রবল সহানুভূতির একটা যোগসূত্র গ'ড়ে ওঠে। বৃদ্ধ কবিরাজের সঙ্গে গদাধরের দাবাখেলার চেয়ে প্রিয় বস্তু সংসারে আর কিছুই ছিল না।

কিছুদিন গত হইবার পরই ভাগ্যদোষেই হোক্ আর গুণেই হোক্ সুলতার মেয়ে গৌরীর বিয়ে হ'ল—শঙ্করপ্রসাদের সঙ্গে। বিয়ের পর প্রকাশ পেলো শঙ্কর কেশবপুরেরই জমিদার। এই ভয়ঙ্কর শুভসংবাদে একটা অজানা আশঙ্কায় সুলতার বুক কেঁপে ওঠে।

গৌরী সবই পেল ; স্বামী—সংসার—সুখ। কিন্তু তার মিলনের নীলাকাশে হঠাৎ ঘনিয়ে এল শ্রাবণের মেঘ। প্রতিহিংসাপরায়ণ বামাপদ বহুদিনকার ভুলে যাওয়া এক দুর্য্যোগের রাতে সুলতার গৃহত্যাগের বিবরণের সঙ্গে কুৎসা যোগ ক'রে বর্ণনা করলে শঙ্কর-প্রসাদের কাছে।

শঙ্কর বিমূঢ় হ'ল।

তার সামাজিক জীবন প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেয়েছে।

কিন্তু গৌরী তাকে দিল নিষ্কৃতি।

তারপর ধীরে ধীরে সে জমিদারবাড়ী থেকে বেরিয়ে এল,—হয়ত মরবার জন্যই।

কিন্তু অভাবনীয়ভাবে রক্ষা করে তাকে গদাধর।

এদিকে সুলতা ছুটে যায় তার মেয়ের জীবন নিষ্কণ্টক করতে।

বামাপদ আর সুলতা দু'জনেই ঘুমূতির অতলে তলিয়ে যায়। খোঁজ ক'রে খুঁজে না পেয়ে শঙ্কর মনে করে যে গৌরী বেঁচে নেই। গৌরী নিজেই এই নিয়তিকে স্বীকার ক'রে নিলো।

জীবনের কাহিনী যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা গৌরী সেই পাতাগুলো মুড়ে দেয়। সব হারিয়ে দুই বৃদ্ধের সঙ্গে সে চলে আসে কাশী।

কেশবপুরের জীবন শঙ্করের কাছে কঠিন ও দুঃখকর হয়ে ওঠে। সেও চলে আসে কলকাতায়।

দেখা হ'য়ে যায় বাল্যসঙ্গিনী রেবার সঙ্গে।

রেবা আধুনিকা ও সুন্দরী। রেবা জীবনে সহজ সফলতা আশা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নায়িকা হওয়ার নির্য্যাতন তাকে ভোগ করতেই হ'ল। মেলামেশা পরিণতি লাভ করলো তাদের বিয়েতে।

রেবার মনে হয়—গৌরীকে আজও শঙ্কর ভুলতে পারে নি। সে প্রস্তাব করে দেশভ্রমণের।

কাশী ষ্টেশনে গাড়ী থামলে, যেন অকারণ জেদের বশেই রেবা নেমে পড়ে।

ক্রীড়ারত গৌরীর ছেলের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যায় রেবার। আবার অন্য দিকে গৌরীর সঙ্গে দেখা হয়। গৌরী জানতে পারে তার মৃত্যুর পর শঙ্কর রেবাকে বিয়ে করেছে। গৌরী নিজেকে গোপন করে, স্মৃতির স্তর ভেদ ক'রে মরা অতীতকে সে জাগাবে না।

রেবার বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় খোকনকে পেয়ে আর কিছুই চায় না। তার মনে হয় একটিমাত্র কাজ পৃথিবীতে আছে যাতে সে পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারে—সে খোকন!

তারপর নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে মোটর দুর্ঘটনায় রেবা আহত হয় ও পরে খোকন আমার, খোকা আমার বলতে বলতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

তারপর দেখা হয় গৌরী ও শঙ্করের, কিন্তু অভিমানিনী গৌরীকে শেষ পর্য্যন্ত হারতে হয়।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলনে এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

সঙ্গীত

(১)

সোনার কলসী ভাসাইয়া জলে
মা বুঝি কৈলাসে চলে
আরে মা বাপের আলয় ছাড়ি
কন্যা যায় শ্বশুরবাড়ী
পরকে আপন করিবারে আপনারে ছলে
সোনার কলসী ভাসাইয়া জলে
মা বুঝি কৈলাসে চলে।

তবে যাও মাগো স্বামীর ঘরে
আইসো নাইওর সম্বৎসরে
দুঃখিনী মায়ে শান্তি দিহ জড়াইয়া গলে
সোনার কলসী ভাসাইয়া জলে
মা বুঝি কৈলাসে চলে ॥

(২)

রুম্ ঝুম্ বাজে
রুম্ ঝুম্ বাজে পায়েলিয়া
এলো পরদেশী পিয়া হিয়া দোলে
হিয়া দোলে দোলেরে দোলেরে হিয়া
এলো যে পিয়া ॥

রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
শাওণ ফিরে এলো রে
মন যে আমার মনের সাথী পেলরে পেলরে ॥
বাঁধ কুঞ্জবনে
কুঞ্জবনে বাঁধ ঝুলনিয়া
তাঁর আসার পথে পূব হাওয়াতে
কদম কেশর ছড়ালো কদম কেশর ছড়ালো
প্রেম যে আমার মালা হয়ে জড়ালো জড়ালো ॥
আহা পিউ পিউ
পিউ পিউ বোলো কোয়েলিয়া
এলো পরদেশী পিয়া
হিয়া দোলে দোলেরে হিয়া এলো যে পিয়া ॥

(৩)

ও মন হারানো খেলা দু'জনে
খেলা দু'জনে আজ একি মায়া ভুবনে
একি মায়া ভুবনে ॥
আজ কিসের নেশায় বনফুলে
আহা ভ্রমর মরে পথ ভুলে
আজ সকল কাজে মোর প্রাণের মাঝে
যেন নূপুর বাজে ॥
আজ চেয়ে তব নয়নতারায়
মোর নয়ন যে পলক হারায়
আহা সাধ জাগে তাই
মোরা সেই দেশে যাই
যেথা বিরহ নাই ॥

(৪)

(হায়) সুখের দিন যদি গেল চলে
(তবু) স্মৃতি কেন তারে নাহি ভোলে
আশা দিয়ে যেথা বেঁধেছিনু ঘর
দেখিনি সেথায় চোরা বালুচর ॥
বাসরপ্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে
সে যে নিভে গেল আঁখিজলে
এ জীবনে কেন ভালবেসে হায়
কেহ পায় আর কেহবা হারায় ॥

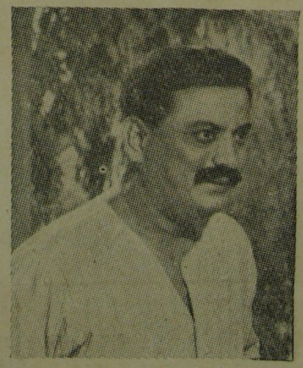

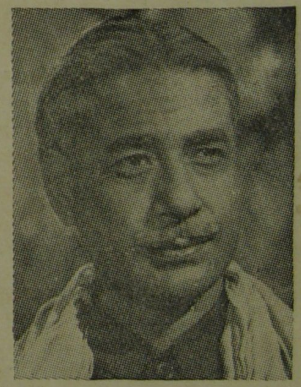

সহসা কেন গো মালা টুটে যায়
সাথী চলে যায় ফুলদলে
তবু স্মৃতি কেন তারে নাই ভোলে
হায় সুখের দিন যদি গেল চলে ॥

আর, আর, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

জুয়েলার্স

এবং

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিদেশী নোট ও মুদ্রা বিনিময়কারক।

আমরা যাবতীয় বিদেশী মুদ্রা ও পাকিস্থানের নোট ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকি এবং আমাদের নিজস্ব সুদক্ষ কারিগরদ্বারা নির্ম্মিত গহনাদি বিক্রয়ার্থে মজুত রাখি ও নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্ডারি জিনিষ সরবরাহ করিয়া থাকি।

১১ডি ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা

ফোন : সাউথ ১৯৭৩

শ্রীমুরারীমোহন সেন কর্ত্তৃক কুমার মিত্র পার্ক হইতে সম্পাদিত ও ৫৬, মায়ারপুর রোড, কলিকাতা-৩৩ পাব্লিসিটি প্রিন্টার্স সিণ্ডিকেট্ হইতে প্রকাশিত এবং ৩৩ই, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬ টাইম্স্ প্রেস্ হইতে মুদ্রিত।